দামুড়হুদায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

বিদেশে নেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত এক আসামিকে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত গভীর রাতে চুয়াডাঙ্গার দৌলতদিয়ার দক্ষিণপাড়া এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাকে দামুড়হুদা মডেল থানায় পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলার উত্তর চাঁদপুর (পশ্চিমপাড়া) গ্রামের হারুন অর রশিদ (৪৩) অভিযোগ করেন, তাকে কিরগিজস্তান দেশে নেওয়ার কথা বলে অভিযুক্ত একই গ্রামের আনছার আলী ও তার ছেলে মিলন হোসেন প্রায় ৫ লাখ ২০ হাজার টাকা গ্রহণ করে। পরে তাকে ভ্রমণ ভিসায় বিদেশে নিয়ে গিয়ে কোনো কাজের ব্যবস্থা না করে অবৈধভাবে সেখানে ফেলে রাখা হয়।

ভুক্তভোগী জানান, দীর্ঘদিন প্রবাসে মানবেতর জীবনযাপন শেষে পরিবারের পাঠানো আরও ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। এতে তার পরিবার প্রায় ৮ লাখ টাকার আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দেশে ফিরে অভিযুক্তদের কাছে টাকা ফেরত চাইলে তারা নানা টালবাহানা শুরু করে এবং একপর্যায়ে তাকে হুমকি-ধামকি দেয় বলে মামলায় উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা আদালতে মামলা দায়ের হলে আদালত আসামির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। এরপর থেকে আসামি পলাতক ছিল।

পরবর্তীতে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ, চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে তাকে দৌলতদিয়ার শ্বশুরবাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গেই নয়, নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গেও প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। একসময় তিনি ফায়ার সার্ভিসে চাকরি করলেও পরবর্তীতে তা ছেড়ে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনে জড়িয়ে পড়েন বলে এলাকাবাসীর দাবি। এছাড়াও, অভিযুক্তরা এ ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে

আরও একাধিক ব্যক্তিকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে বিপদে ফেলেছে বলেও অভিযোগ রয়েছে।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃত আসামি দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিল এবং তার বিরুদ্ধে মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ফরিদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় প্রতারণার একাধিক মামলা রয়েছে। তার নামে অন্তত তিনটি গ্রেফতারি পরোয়ানা রয়েছে, যা ২০২২, ২০২৩ ও ২০২৫ সালে দায়ের করা মামলার প্রেক্ষিতে জারি করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় বিভিন্ন মামলার ৮ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন মামলার ৮ জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের নুর আলমের ছেলে আপন তিন ভাই সাদ্দাম হোসেন (৩০), শহিদুল ইসলাম (৪০) ও সিরাজুল ইসলাম (৩৫); দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুনপাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫); তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩); দর্শনা মোহাম্মদপুরের আবু বক্কারের ছেলে মনির (২৪); বেগমপুর ইউনিয়নের ঝাঝরি গ্রামের মৃত বাবর আলীর ছেলে আসমাউল ইসলাম (৩০); এবং আজমপুর গ্রামের মৃত ওয়াজেদ আলীর ছেলে সুজন (২২)।

পুলিশ জানায়, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিল। তাদের শুক্রবার চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় ৫জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে, বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের আপন তিন ভাই নুর আলমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন(৩০), শহিদুল ইসলাম(৪০), সিরাজুল ইসলাম(৩৫) ও দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩)’কে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, তাদের ৫ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিলো। গতকালই তাদের ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের পৃথক অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে চুরি, মাদকসহ বিভিন্ন মামলার ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

শুক্রবার আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে মাদক চুরির মামলাসহ ১৪ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এই অভিযানে ২ জন মাদক মামলার, ২ জন চুরি মামলার এবং পরোয়ানা ভুক্ত ১০জনসহ সর্বমোট ১৪ জন আসামীদের গ্রেফতার করে তাদের পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামিরা হলেন, সিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা পৌর সভার মিয়া পাড়ার রাহেন আলির ছেলে রনি ইসলাম (২৮), জিআর মামলার আসামি আলমডাঙ্গা গোবিন্দপুর এক্সচেঞ্জ পাড়ার আজিবার রহমানের ছেলে মোঃ রেজাউল হক(৪৯), জিআর মামলার আসামি কালিদাসপুর গ্রামের সাদেক মালিকের ছেলে সাইফুল ইসলাম, স্টেশন পাড়ার মাহাবুর রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান মিজান, জিআর মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের মৃত সানোয়ার হোসেনের ছেলে জামিরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার আহাদ আলির ছেলে বিপুল হোসেন (২৭), এসসি মামলার আসামি গোবিন্দপুর গ্রামের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকার উমবাদ আলির ছেলে খাইরুল ইসলাম, সিআর মামলার আসামি নতিডাঙ্গা আবাসন এলাকার শরিফুল ইসলামের মেয়ে মোছাঃ বিথী খাতুন(২১), সিআর মামলার আসামি আহাদ আলির স্ত্রী মোছাঃ বলিকচি (৪৫), সিআর মামলার আসামি বিপুল হোসেনের স্ত্রী মোছাঃ স্মৃতি খাতুন, জিআর মামলার আসামী কুষ্টিয়া মিরপুর স্বরূপকাঠির আব্দুর রশিদের ছেলে মোঃ আলাউদ্দিন আলাল(৫৩) এবং তার ছেলে মোঃ শাকিব(২৩) জিআর মামলার আসামী বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে মোঃ তারেক সরদার(৩৬), জিআর মামলার মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইন ৩৬(১) সারণীর ২৯(ক) এর এজাহারনামীয় আসামী কান্তপুর গ্রামের রাতুল হাসান সোহাগ(২২)।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল রাত ১০ টার সময় আলমডাঙ্গা কিছুক্ষণ ক্যাফের সামনে সড়কের পাশ থেকে বাবু পড়ার মৃত মধু সরদারের ছেলে তারেক সরদার’কে ২০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা কান্তপুর গ্রামের সেলিম রেজার ছেলে সজীব আহমেদ’কে গতকাল রাত ২টার সময় ১০০ পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট সহ গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার দুই আসামি গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি প্রস্তুতি মামলার সঙ্গে জড়িত দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) শীতর বিশ্বাস সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ থানার বিভিন্ন এলাকায় গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিল ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় আলমডাঙ্গা থানাধীন রুয়াকুলি গ্রামের বদরগঞ্জ মাঠে মো. লোকমানের কাঁঠাল বাগানের সামনে চুয়াডাঙ্গা-আলমডাঙ্গা সড়কের ওপর সমবেত হয়ে ডাকাতি প্রস্তুতির ঘটনার সঙ্গে জড়িত মামলার দুই আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন আসাননগর গ্রামের আকমল হোসেনের ছেলে মো. খোরশেদ (৩০) এবং আলমডাঙ্গা পৌরসভার কোর্টপাড়া এলাকার আব্দুস সালামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (২৬)।

বুধবার (১১ মার্চ) ভোর ৪টার দিকে আলমডাঙ্গা থানাধীন সাদাব্রীজ মোড় এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। পরে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-৩৪, তারিখ ২৮/০৮/২০২৫ খ্রি., ধারা ৩৯৯/৪০২ পেনাল কোডে তাদের বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত রবিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে অভিযান চালিয়ে তুষার হোসেন (৩২) নামে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) মো. জাহাঙ্গীর হোসেন মুন্সিগঞ্জ

পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ক্যাম্প এলাকায় মাদকদ্রব্য উদ্ধারে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযান চলাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাধীন জেহালা পুকুরপাড় এলাকায় মো. শহিদুল ইসলামের ফার্নিচার দোকানের সামনে কাঁচা রাস্তা থেকে স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় হাফিজুর রহমানের ছেলে মো. তুষার হোসেনকে মাদকসহ গ্রেফতার করা হয়।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার জেহালা ইউনিয়নের গড়চাপড়া গ্রামের বাসিন্দা তুষার হোসেন এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী। তার কাছ থেকে ২৮ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ৩৬(১) ধারার সারণির ২৯(ক) অনুযায়ী মামলা রুজু করে তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে তেল পাম্প কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিহতের ঘটনায় গ্রেফতার-৩

ঝিনাইদহে তেল পাম্পে কর্মচারীদের পিটুনিতে যুবক নিরব হত্যার ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। গত শনিবার রাতে নিহতের পিতা বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। এ ঘটনায় আটক ৩ জনকে ওই মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-সদর উপজেলার পোড়াহাটি ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামের নাসির উদ্দিনের ছেলে,আড়ুয়াকান্দি গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে রবিজুল ইসলাম ও সুরাট ইউনিয়নের কাস্টসাগরা গ্রামের সাফিয়ার রহমানের ছেলে দাউদ হোসেন।

ঝিনাইদহ সদর থানার ওসি সামসুল আরেফীন জানান, যুবক নিহত হওয়ার শনিবার রাতেই নিহতের পিতা আলিমুর বিশ্বাস বাদী হয়ে ৪ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতদের আসামী করে সদর থানায় মামলা দায়ের করেন। সেই মামলায় আটককৃত ৩ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়।

উল্লেখ্য শনিবার রাতে শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকার তাজ ফিলিং স্টেশনে বোতলে তেল কিনতে যান কালীগঞ্জ উপজেলার বাদুরগাছা গ্রামের যুবক নিরব হোসেন। এ সময় পাম্পের কর্মচারীরা তেল দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। যুবক নিরব হোসেন কিছুক্ষণ পরে আবারও তাজ ফিলিং স্টেশনে যান। এ সময় অন্য এক ব্যক্তিকে বোতলে তেল দিতে দেখে প্রতিবাদ করেন ওই যুবক। এরপর পাম্পের কর্মচারীরা লাঠি দিয়ে নিরবকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত নিরব ঝিনাইদহ শহরের সরকারি বালক বিদ্যালয়ের পাশে ফাস্টফুডের ব্যবসা করত।

নিহত নিরব বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এ ঘটনার পর বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আরাপপুরে একটি ফিলিং স্টেশন ভাংচুর ও রাতে কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালে ৩ টি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। অপরদিকে বাসে আগুন দেওয়ার প্রতিবাদ রোববার সকালে ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। এতে বন্ধ হয়ে যায় ঝিনাইদহ-মাগুরা মহাসড়কের সকল প্রকার যানচলাচল। সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে ভোগান্তিতে পড়ে সাধারণ যাত্রীরা। পরে বাসে আগুন দেওয়ার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারের আশ্বাসে ২ ঘন্টা পর অবরোধ তুলে দেয় শ্রমিকরা।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে মাদকসহ একজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেটসহ একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার এসআই (নিঃ) প্রদীপ বিশ্বাস ঘোলদাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ ক্যাম্প এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেন। গতকাল শুক্রবার বিকেল সাড়ে ৩টায় অভিযান চালিয়ে বেলগাছি গ্রামের চাঁদ আলির ছেলে মো. জুয়েল রানাকে (৩০) তার

বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার ওপর থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারের সময় তার কাছ থেকে ৩০ (ত্রিশ) পিস ট্যাপেন্ডাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি জুয়েল রানার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ৩৬(১) সারণির ২৯(ক) ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা মামলার প্রধান আসামীসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভা এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের রিপন (৪৫) নামে একজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী খাইরুল(৩৫), হাশেম আলী(৫৬), আব্দুল কুদ্দুস (৩০) ও শরিফুল ইসলাম (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়া পাড়া গ্রামে থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলামের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগশন-এর সহযোগিতায় পুলিশের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিএনপি কর্মী রিপনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা মামলার আসামি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ইসলাম, হাসেম আলী, আব্দুল কুদ্দুস ও শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর

গ্রামের মৃত্য মান্নানের ছেলে রিপন নিজ বাড়ি থেকে ইফতার শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় জামে মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ও হাশেম সহ ৪/৫ জন তার উপরে হামলা করে। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলো পাতাড়ী কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। হামলার পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তার অবস্থা অবনতি হলে ওই রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী লীগ সমর্থিত হাসেম ও খায়রুল কামড়ি গং রিপনের মধ্যে পূর্বে বাগবিতণ্ডা হয়। এ বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে তারা দর্শনা থানা ঘেরাও করে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, রিপনের ওপর হামলা পরিকল্পিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই ইফতার শেষে মসজিদে যাওয়ার পথে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি করছি।

ওই রাতেই আহত রিপনের ভাই রুবেল বাদী হয়ে খাইরুল, হাশেম, কুদ্দুস ও শফিকুল সহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ২০-২৫ জনের নামে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট আসামিদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে ৩ দিন পর আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সহযোগিতায় পুলিশের একটি টিম ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশের একাধিক টিম তৎপর রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা

রয়েছে বলেও তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় মাদকসহ তিনজন গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৫৫ গ্রাম গাঁজাসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত শনিবার রাত ৯টার সময় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

আলমডাঙ্গা মুন্সিগঞ্জ পুলিশ ক্যাম্পের এসআই(নিঃ) মোঃ তাইজুল ইসলাম ও সংগীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় অভিযান চালান।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন কৃষ্ণপুর গ্রামের তোফায়েল হকের ছেলে মোঃ মানিক হোসেন (২২), একই গ্রামের বদর উদ্দিনের ছেলে মনজুরুল ইসলাম এবং খুদিয়াখালি গ্রামের আরমান আলির ছেলে ইয়াছিন আলি।

তাদের কাছ থেকে ৫৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত আলামত ২১/০২/২০২৬ তারিখে জব্দ তালিকায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানার মামলা নং-১৭, তারিখ ২২/০২/২০২৬, ধারা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮-এর ৩৬(১) সারণি ১৯(ক)/৪১ অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।